দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

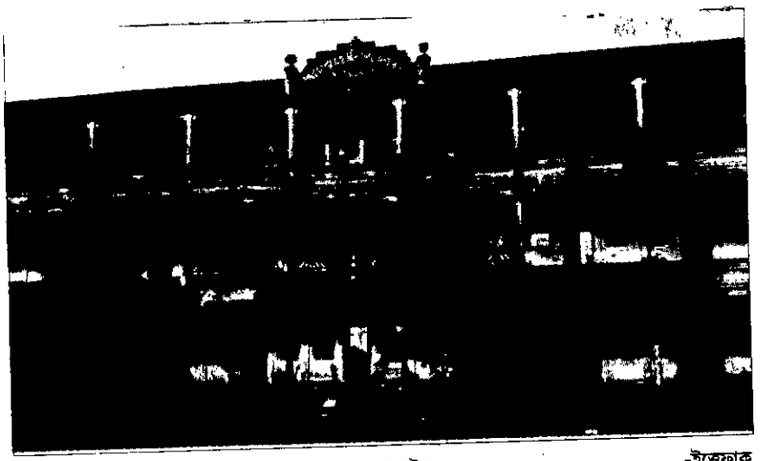

মুন্সীগঞ্জে ঝুঁকিপূর্ণ সরকারি হরগঙ্গা কলেজের পুরাতন হোস্টেল -ইত্তেফাক

সাইনবোর্ড লাগিয়ে দায় শেষ করেছে কর্তৃপক্ষ

■ বাছির উদ্দিন জুয়েল, মুন্সীগঞ্জ

মুন্সীগঞ্জের সরকারি হরগঙ্গা কলেজের পুরাতন আবাসিক হল, পুরাতন ডাকবাংলো ও এভিজেএম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পুরাতন একাডেমিক ভবন ২০০৮ সালের দিকে বসবাসের অযোগ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। ভবনগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা দিয়ে সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েই কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব শেষ করেছে। এগুলো ভেঙে ফেলার কোনো উদ্যোগ নেই।

সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, উল্লেখিত ভবনগুলো পরিত্যক্ত ঘোষণার পর এখন আর ব্যবহার করা হচ্ছে না। কিন্তু ব্যবহার না হলেও ভবনগুলো খুব ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। তিনটি ভবনই শহরের প্রধান প্রধান সড়কের পাশে। ভেঙে পড়লে বড় অঘটন ঘটে যেতে পারে।

সরকারি হরগঙ্গা কলেজ শহরের দক্ষিণ দিকে মাঠপাড়া-খালইস্ট এলাকায় অবস্থিত। এই কলেজের সবচেয়ে পুরাতন আবাসিক হল ১৯৩৯ সালে নির্মিত। কলেজের শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রতিদিন হাজার হাজার লোক পুরাতন হোস্টেলের পাশের সড়ক দিয়ে যাতায়াত করে। তাই ভবনটি দ্রুত ভেঙে সরিয়ে না নিলে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাছাড়া ভবনটি পরিত্যক্ত হওয়ায় রাতের বেলায় বহিরাগতরা এসে মাদক সেবনসহ নানারকম অসামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এতে কলেজের শিক্ষার্থীরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

> মুন্সীগঞ্জের ঝুঁকিপূর্ণ পরিত্যক্ত ভবন

হরগঙ্গা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মীর মাহফুজুল হক বলেন, ২০০৮ সালে ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণার পরে এটি অপসারণের জন্য আমরা সরকারি প্রক্রিয়ার বেশ কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করি এবং নিলাম দরপত্র আহ্বানের জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রার্থনা করি। কিন্তু অনুমতি না পাওয়ায় আমরা নিলাম দরপত্র আহ্বান করতে পারিনি। এরপর ২০১৩ সালে শিক্ষামন্ত্রী মুন্সীগঞ্জ সফরে এলে পরিত্যক্ত ভবনটি ভেঙে ফেলতে পুনরায় নির্দেশ দেন। আমরা এ ব্যাপারে প্রক্রিয়াধীন কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের কাছে ভবনটির প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণের জন্য চিঠি দেই। আজ অবধি চিঠির কোনো উত্তর না পাওয়ায় আমরা ভবনটি অপসারণ করতে পারিনি। এ সময় উপাধক্ষ্য দীর্ঘ আট বছরেও ভবনটি অপসারণে ব্যর্থতার জন্য আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কথাও বলেন। তিনি আরো বলেন, যেহেতু পরিত্যক্ত ভবন, তাই মাদক সেবনসহ যে কোনো অসামাজিক কাজ এখানে ঘটে থাকতে পারে।

এদিকে এভিজেএম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় শহরের কোর্টগাঁও এলাকায় অবস্থিত। স্কুলের পুরাতন একাডেমিক ভবনটি ১৯৩৮ সালে নির্মিত। এটিও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার কারণে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় ২০০৮ সালে। স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, পরিত্যক্ত হলেও ভবনটি নতুন একাডেমিক ভবনগুলোর সঙ্গে অবস্থিত। এতে স্কুল চলাকালীন সময়ে ছাত্রীরা আতঙ্কিত অবস্থায় থাকে। কারণ, যে কোনো সময় অঘটন ঘটে যেতে পারে। নিরাপদ নয় পাশের সড়ক দিয়ে যাতায়াতকারী মানুষও। যে কোনো সময় ভবনটি ভেঙে পড়তে পারে।

পুরাতন একাডেমিক ভবনটি পরিত্যক্ত হওয়ার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কেন সেটি অপসারণ করা হলো না সে ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানেন না স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ বেলায়েত হোসেন হাওলাদার। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। আমি এক শিক্ষকের মোবাইল নাম্বার দিচ্ছি। আপনি তার সঙ্গে কথা বলুন। সিনিয়র শিক্ষক মো. তৌফিক ই এলাহী বলেন, কবে ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল তা ভুলে গেছি। কাগজ দেখে বলতে হবে। পরে ঘোষণার তারিখটি এই প্রতিবেদক মনে করিয়ে দিলে তিনি বলেন, মনে পড়েছে। আমরা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে চিঠি দিয়ে কোনো উত্তর পাইনি। তাই পরিত্যক্ত ভবনটি ভাঙা সম্ভব হয়নি।

মুন্সীগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক, শিক্ষা ও আইসিটি) মোহা. হারুন-অর-রশীদ বলেন, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের পুনরায় তাগিদ দেয়া হবে।